তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫

(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫

(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। জনকল্যাণ ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্ভূত সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ প্রত্যয়কে দৃঢ় করনার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্যানুসন্ধানীকে তথ্য প্রদানে সরকারি, আধাসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাঁধনে নিয়োজিত রেখেছে। এই আইনের ৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এক সময় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হতো। কিন্তু এ আইনের মাধ্যমে সকল তথ্যের অবাধ প্রকাশের পথ সুদৃঢ় হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র সম্পর্কে জনগণের বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা দলিলসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষকসহ সকলেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় স্ব স্ব ভূমিকা পালনে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণেরও সুযোগ পাবেন।

পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের সক্রিয় সহযোগিতায় এ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই নির্দেশিকা তথ্যের অবাধ আদান-প্রদানের গতি আরও বৃদ্ধি করবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপ্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে এবং তথ্য বিনিময়ের অবাধ চর্চার মাধ্যমে আরও কার্যকরী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পথকে সুগম করবে।

তারিখ- ২৯.১২.২০১৫

(মোহাম্মদ সফিকুল আজম)
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

১.১ পরিকল্পনা বিভাগ -এর পটভূমি ০৬
১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ০৭
১.৩ নির্দেশিকার শিরোনাম ০৭

২ নির্দেশিকার ভিত্তি

২.১ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ০৭
২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ০৭
২.৩ অনুমোদনের তারিখ ০৭
২.৪ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ ০৭
২.৫ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা ০৭

৩. নির্দেশিকাতে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা

৩.১ তথ্য ০৮
৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৮
৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৮
৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষ ০৮
৩.৫ তৃতীয় পক্ষ ০৮
৩.৬ তথ্য কমিশন ০৮
৩.৭ তঅআ, ২০০৯ ০৮
৩.৮ তঅবি, ২০০৯ ০৮
৩.৯ কর্মকর্তা ০৮
৩.১০ তথ্য অধিকার ০৮
৩.১১ আবেদন ফরম ০৮
৩.১২ আপিল ফরম ০৮
৩.১৩ পরিশিষ্ট ০৮

৪. তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি

ক স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ০৮-০৯
খ চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য ০৯
গ প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য ০৯

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ক. তথ্য সংরক্ষণ ১০
খ. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ১০
গ. তথ্যের ভাষা ১০
ঘ. তথ্যের হালনাগাদকরণ ১০

৬.	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**	১০-১১
৭.	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি**	১১-১২
৮.	**বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**	১২
৯.	**বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি**	১২
১০.	**তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা**	১২-১৩
১১.	**তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ**	১৪
১২.	**আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি**	
১২.১	আপিল কর্তৃপক্ষ	১৪
১২.২	আপিল পদ্ধতি	১৪
১২.৩	আপিল নিষ্পত্তি	১৪-১৫
১৩.	**তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান**	১৫
১৪.	**জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি**	১৫
১৫.	**নির্দেশিকার সংশোধন**	১৫
১৬.	**নির্দেশিকার ব্যাখ্যা**	১৫
১৭.	**পরিশিষ্ট :**	
	পরিশিষ্ট-১ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা	১৬
	পরিশিষ্ট-২ : বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা	১৬
	পরিশিষ্ট-৩ : আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা	১৬
	পরিশিষ্ট-৪ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম	১৭-১৮
	পরিশিষ্ট-৫ : চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা	১৮
	পরিশিষ্ট-৬ : প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	১৮
	পরিশিষ্ট-৭ : তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক')	১৯
	পরিশিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')	২০
	পরিশিষ্ট-৯ : আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')	২১
	পরিশিষ্ট-১০ : তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ')	২২
	পরিশিষ্ট-১১ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত ফরম (ফরম 'ক')	২৩

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা

১.১. পরিকল্পনা বিভাগ -এর পটভূমি

পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। পরিকল্পনা বিভাগ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) –কে নিয়মিত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা করা পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান কাজ। পরিকল্পনা বিভাগ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রকারী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারদের বদলী, পদোন্নতি এ বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-পরিকল্পনা বিভাগ-এর আওতাধীন সংস্থা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, বার্ষিক, পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া উজ্জীবিতকরণ এবং প্রয়োজন বোধে প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ, জাতীয় উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা এবং এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং দারিদ্র নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান করে।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এর তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বর্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যেন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করছে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন । সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও এতৎসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে এই 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হলো।

১.৩ নির্দেশিকার শিরোনাম

এই নির্দেশিকা ''পরিকল্পনা বিভাগ -এর তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫'' নামে অভিহিত হবে।

২. নির্দেশিকার ভিত্তি

২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : 'সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ'।

২.৩. অনুমোদনের তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ।

২.৪. নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ : এই নির্দেশিকা ০১ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৫. নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি পরিকল্পনা বিভাগ -এর জন্য প্রযোজ্য হবে।